

সূ চি পা তা

সম্পাদকের কথা	৯
অনুবাদের কথা	১১
ভূমিকা	১৪
অধ্যায়-১ :	ধৈর্য কী? ১৯
	ধৈর্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত ১৯
	ধৈর্য এবং অভিযোগ ২১
	বিপরীত শক্তির প্রভাব ২২
	ধৈর্যের আরও কিছু সংজ্ঞা ২৩
	পরিস্থিতি অনুযায়ী ধৈর্যের বিভিন্ন নাম রয়েছে ২৩
	ধৈর্যের গুণ কি অর্জন করা যায়? ২৪
অধ্যায়-২ :	ধৈর্যের স্তরসমূহ ২৬
	জীনদের ধৈর্য ২৭
	ফেরেশতাদের ধৈর্য ২৭
	মানুষের ধৈর্য ২৮
	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ২৯
	কখন ধৈর্যের প্রয়োজন দেখা দেয়? ৩২
	আল্লাহর ইবাদাতে ধৈর্য ৩৩
	পাপকাজ পরিহারে ধৈর্য ৩৩
	পরীক্ষা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ৩৪
অধ্যায়-৩ :	ধৈর্যের প্রকারভেদ ৩৭
	১. আবশ্যিকীয় (ওয়াজিব) ধৈর্য ৩৭

	২. পছন্দনীয় (মানদূর্ব) ধৈর্য	৩৭
	৩. নিষিদ্ধ (মাহযূর) ধৈর্য	৩৮
	৪. অপছন্দনীয় (মাকরূহ) ধৈর্য	৩৯
	৫. অনুমোদিত (মুবাহ) ধৈর্য	৩৯
অধ্যায়-৪	: ধৈর্যের ভালোমন্দ	৪১
	আল্লাহর রঙ ধারণ	৪৩
	ধৈর্য ধরা এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করা	
	পরস্পরবিরোধী নয়	৪৪
অধ্যায়-৫	: সম্মানিত ব্যক্তির ধৈর্য এবং হীন ব্যক্তির ধৈর্য	৪৬
অধ্যায়-৬	: কীভাবে ধৈর্য বাড়াবেন?	৪৯
	জ্ঞান	৪৯
	কর্ম	৫০
	ধর্মীয় মূল্যবোধ শক্তিশালী করা	৫১
অধ্যায়-৭	: মানবজীবনে ধৈর্যের অপরিহার্যতা	৫৭
	সুখের চেয়ে দুঃখের সময়ে ধৈর্যধারণ সহজ	৫৮
	ইবাদাতে ধৈর্য	৬০
	পাপ পরিহারে ধৈর্য	৬১
	প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য	৬১
	আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়া বিপদে ধৈর্য	৬২
অধ্যায়-৮	: সবচেয়ে কঠিন রকমের ধৈর্য কী?	৬৪
	কথা ও ব্যভিচারের পাপ পরিহারে ধৈর্য	৬৫
অধ্যায়-৯	: আল-কুরআনে ধৈর্য	৬৭
অধ্যায়-১০	: আল-হাদীসে ধৈর্য	৭৮

অধ্যায়-১১	:	সাহাবাদের মধ্যে ধৈর্যের গুণাগুণ	৮৮
		উরওয়াহ ইবনুল যুবাইর <small>رضي الله عنه</small> -এর ঘটনা	৮৯
		উত্তম ধৈর্য এবং আতঙ্ক	৯০
অধ্যায়-১২	:	প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ	৯২
অধ্যায়-১৩	:	ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক	৯৫
অধ্যায়-১৪	:	ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা	১০০
		ধৈর্যের বিভিন্ন স্তর	১০২
অধ্যায়-১৫	:	কুরআনে কৃতজ্ঞতা	১০৪
		কৃতজ্ঞতার পুরস্কার	১০৬
		ইবলিস এবং কৃতজ্ঞতা	১০৮
		কৃতজ্ঞতা এবং ইবাদাত	১০৮
অধ্যায়-১৬	:	হাদীসে কৃতজ্ঞতা	১১২
অধ্যায়-১৭	:	সাহাবা ও তাবিঈনদের কৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত	১১৯
		বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কৃতজ্ঞতা	১২২
		কৃতজ্ঞতার সিজদাহ	১২২
		মানুষের সমুদয় সৎকাজ আল্লাহর একটি	
		নিআমাতের বিনিময়যোগ্য নয়	১২৩

অনুবাদের কথা

এই পার্থিব জীবন সৃষ্টি করা হয়েছে একটি পরীক্ষাকেন্দ্র হিসেবে। এখানে আমাদের জীবনে ভালোমন্দ আসে রাতদিনের অনন্তর পালাবদলের মতো। এখন চোখে পৃথিবীর আলো, তো একটু পরেই রাজ্যের অন্ধকার। কোনো অবস্থাই স্থায়ী নয় এখানে— স্থায়ী নয় এই জীবন, এই ঘর ও সংসার। এখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা বলে কিছু নেই, তবে ব্যতিক্রম কেবল সেই রহস্যময় ব্যক্তিত্ব, যে নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছে তার প্রভুর সন্তষ্টির আয়োজনে, এবং তার সাথে মিলিত হবার প্রাণান্তকর পথচলায়। সুতরাং তার শাখায় যখন কুঁড়ি গজায়, ফুল ফোটে তখন এই রূপের ডালি কৃতজ্ঞতার উপহারস্বরূপ তার প্রভুর দ্বারা নিবেদন করে আখেরাতের আশায়। আর যখন দুঃখ-কষ্টের সন্মুখীন হয় তখন সে ধৈর্যকে আখেরাতের কল্যাণ অর্জনের উপকরণ হিসেবে যথাযথভাবে কাজে লাগায়, এ কারণে যা-কিছুই ঘটুক আল্লাহর ফায়সালা হিসেবে গ্রহণ করে সে সন্তুষ্ট থাকে, এবং এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে অন্তরে শান্তি অনুভব করে। এটা হচ্ছে একজন প্রকৃত ও সফল মুমিনের জীবনধারা।

মুমিনের এই জীবনধারার মূল প্রেরণা হচ্ছে কুরআন থেকে নেওয়া অত্যুজ্জ্বল জীবনদৃষ্টি। আমরা জীবনকে কীভাবে দেখব সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া-তাআলা বলেন :

“আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।”^[১]

“কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।”^[২]

১. সূরা বাকারাহ, ২: ১৫৫

২. সূরা আশ-শারহ, ৯৪: ৫-৬

“বস্তুত, তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট
ও স্থায়ী।”^[৩]

অর্থাৎ, একজন মুমিনের মনে এ কথা বদ্ধমূল যে, এই পৃথিবী একটি পরীক্ষাগার।
এখানে ভালোমন্দের পালাবদল একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এখন মন্দ অবস্থায়
থাকার মানে এটা তার জন্য একটি পরীক্ষা, তাই সে ধৈর্য-সহকারে সুসময়ের
অপেক্ষা করে। আর তাকে শাস্তি স্পর্শ করলে সে কৃতজ্ঞ হয়, আল্লাহর শাস্তির ভয়
থেকে নিজেকে নিরাপদ ভাবে না এবং দুঃসময় আসার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।
এভাবে সে দুনিয়ার জীবনের যে-কোনো ঘটনাকে আখেরাতের আয়নায় মূল্যায়ন
করে। আখেরাতের কল্যাণের স্বার্থে সে ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়েও আল্লাহর আদেশ-
নিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়।

আজ মানবজাতি এক গভীর সংকটের মুখোমুখি। এই সংকট সম্পদের নয়, দৃষ্টিভঙ্গির।
শ্রষ্টার দেওয়া জীবনকে যদি আমরা শ্রষ্টার চোখে না দেখি, তবে এই বস্তুজগতের
সমুদয় ঐশ্বর্যও কারও জীবনে শাস্তি আনতে পারে না। তাই বস্তুজগতের চোখধাঁধানো
উন্নতির পরও মানবজাতি আজ হতাশা, বিষণ্ণতা, মানসিক বিচ্ছিন্নতার ধু-ধু বালুচরে
একবুক হাহাকার নিয়ে হন্যে হয়ে ফিরছে একটু ছায়ার সন্ধানে। এই হতাশার জীবন
থেকে ফিরে আসতে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের চিরস্থায়ী কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে
আমাদের উচিত আল্লাহর দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় নিজেদের জীবনকে নতুন করে দেখা।
জীবনকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখার দুটি দৃষ্টি আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন : একটি ধৈর্য
আরেকটি কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার গুণ ধারণের নির্দেশ দিয়ে
বলেন,

“হে ঈমানদারগণ, ধৈর্যধারণ করো এবং মোকাবিলায় দৃঢ়তা অবলম্বন করো। আর
আল্লাহকে ভয় করতে থাকো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।”^[৪]

“যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তবে
তোমাদের আরও দেব; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে
কঠোর।”^[৫]

“অতএব, আল্লাহ তোমাদের যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা খাও এবং

৩. সূরা আল-আ'লা, ৮৭:১৬-১৭

৪. সূরা আ ল ইমরান, ৩:২০০

৫. সূরা ইবরাহীম, ১৪:৭

আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাতকারী হয়ে থাকো।”^[৬]

সবর ও শোকর বইটি তেরো শতকের জগদ্বিখ্যাত আলিম, মুজতাহিদ ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওয়যিয়াহ رحمته-এর অমূল্য গ্রন্থ 'উদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া-যাখিরাতুশ শাকিরীন'-এর সংক্ষেপিত বাংলা অনুবাদ। আমাদের জীবনের সবকিছুকে ঘিরে সবর ও শোকরের যে অপরিহার্যতা, লেখক এতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তারই মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন। আমাদের মনে হয়েছে বইটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের হাতে তুলে দিলে তারা এর থেকে অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করতে পারবেন। এ আশা থেকেই বইটির অনুবাদ কাজে হাত দেওয়া। আল্লাহর অশেষ ইচ্ছেয় শেষ পর্যন্ত বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারছি বলে আমরা আনন্দিত। আল-হামদুলিল্লাহ।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম রিয়াজ মাহমুদের প্রতি। কাজটি যৌথভাবে করলেও তাঁর সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা ছাড়া বইটি বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে মেলে ধরা আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কৃতজ্ঞতা জানাই প্রকাশক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি, যাদের আন্তরিক পরিশ্রমের ফলে বইটি পূর্ণতা পেয়েছে। আল্লাহ সবাইকে ভালোবাসুন। আমীন!

হামিদ সিরাজী

৬. সূরা আন-নাহল, ১৬:১১৪

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি অতি সহনশীল, পরম গুণগ্রাহী, সুউচ্চ এবং সুমহান। তিনি সবকিছু শোনে, সবকিছু দেখেন এবং জ্ঞান রাখেন সমুদয় বিষয়ের। তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর শক্তি সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর নিয়ন্ত্রণ করে এবং সকল ঘটনাপ্রবাহের নেপথ্যে তারই ইচ্ছে ক্রিয়াশীল। পরকালের প্রস্তুতির জন্য মানবজাতির প্রতি আল্লাহর আহ্বান এতটা বলিষ্ঠ যে, তা মৃতদের কান পর্যন্ত ছুঁয়ে যায়। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি : মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল, তিনি সৃষ্টির সেরা, উম্মাহকে সংপথ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যাঁর প্রচেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। তিনি আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের ফায়সালা গ্রহণে সবচেয়ে ধৈর্যশীল ছিলেন এবং আল্লাহর অনুগ্রহের গুণগানে ছিলেন সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞ। তিনি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহর বাণী, প্রচার করেছেন সত্য। আল্লাহর পথে অটল থাকার ক্ষেত্রে তিনি যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, তা কোনো মানুষের দ্বারা সম্ভব হয়নি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও ধৈর্যের শিখর না-ছোঁয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর আদেশসমূহ কৃতজ্ঞচিত্তে এবং সর্বোচ্চ সহনশীলতার সাথে পালন করেছেন—যেখানটায় কেউ পৌঁছতে পারেনি কখনো।

আলিমগণের ঐকমত্যে ধৈর্য বা ধৈর্যের অধ্যবসায় বাধ্যতামূলক। এটা ঈমানের অর্ধেক, বাকি অর্ধেক কৃতজ্ঞতা। কুরআনুল কারীমে মোট নব্বই বার ধৈর্যের উল্লেখ আছে। ঈমানের সাথে ধৈর্যের সম্পর্ক—দেহের সাথে মাথার সম্পর্কের মতো; আর যার ধৈর্য নেই তার ঈমানও নেই। নিচের আয়াতগুলোতে আল্লাহ মুমিন বান্দাদের ধৈর্যধারণের আদেশ দিয়েছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٦﴾

“হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের

সাথে আছেন।”^[৭]

জান্নাতে প্রবেশের জন্য এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য ধৈর্যকে শর্ত বানানো হয়েছে। হাশরের দিন আল্লাহ বলবেন :

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٧٧﴾

“নিশ্চয় আমি তাদের ধৈর্যের কারণে আজ তাদের পুরস্কৃত করলাম, আজ তারাই হলো সফলকাম।”^[৮]

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ধৈর্যের তাগিদ দিয়ে বলেন :

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٧٧﴾

“... যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।”^[৯]

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿٧٨﴾

“...আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।”^[১০]

আল্লাহ আমাদের বলেন—তিনি ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। এই 'সাথে থাকা' বিশেষ ধরনের সাহচর্যকে বোঝায়। এখানে সাথে থাকার অর্থ : আল্লাহ তাদের বিপদে রক্ষা করেন এবং সাহায্য করেন। সাধারণ সাহচর্যের অর্থ : আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকে দেখেন এবং তাদের সম্পর্কে জানেন; এখানে মুমিন ও কাফির সকলেই সমান। আল্লাহ বলেন :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٧٩﴾

“আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং পরস্পর ঝগড়া কোরো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

৭. সূরা বাক্বারাহ, ২:১৫৩

৮. সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:১১১

৯. সূরা বাক্বারাহ, ২:১৭৭

১০. সূরা আল ইমরান, ৩:১৪৬

আর তোমরা ধৈর্য ধরো, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।” [১১]

নবিজি ﷺ বলেন, ধৈর্য হচ্ছে সবচেয়ে ভালো (গুণ) এবং সকল ভালোর সমাহার। তিনি আরও বলেন, “ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো উপহার নেই।” উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, “আমাদের সুন্দর দিনগুলো ধৈর্যের গুণে পরিপূর্ণ ছিল।”

এই বইটি লেখার উদ্দেশ্য—ধৈর্যের তীব্র প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা এবং দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি যে ধৈর্যের ওপর নির্ভরশীল, সে বিষয়ে বুঝিয়ে বলা। বইটি কল্যাণের এক ফস্তুধারা—যার উপদেশ ও শিক্ষা থেকে পাঠক ব্যাপক উপকার লাভ করতে সক্ষম হবে। এই বইয়ের যা-কিছু ভালো, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা-কিছু মন্দ, তা শয়তানের পক্ষ থেকে।

আল্লাহ গ্রন্থকার এবং সম্পাদক উভয়কে ক্ষমা করুন। আল্লাহ সর্বোচ্চ সাহায্যকারী এবং আমরা তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখি। আল্লাহই চূড়ান্ত সহায়, তাঁর ওপরেই আমাদের নির্ভরতা।

১১. সূরা আনফাল, ৮:৪৬

ঈবর ও শোকর

অধ্যায়-১:

- ধৈর্য কী?
- ধৈর্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত
- ধৈর্য এবং অভিযোগ
- বিপরীত শক্তির প্রভাব
- ধৈর্যের আরও কিছু সংজ্ঞা
- পরিস্থিতি অনুযায়ী ধৈর্যের অন্যান্য নাম রয়েছে
- ধৈর্যের গুণ কি অর্জন করা যায়?

অধ্যায় : ১

ধৈর্য কী?

ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ ‘সবর’। এর শাব্দিক অর্থ হলো বিরত থাকা, আটক থাকা ইত্যাদি। আরবিতে একটা অভিব্যক্তি আছে : “অমুক সবর/ন (আটক অবস্থায়) নিহত হয়েছে।” এর মানে সে বন্দী হয়েছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত নির্যাতন ভোগ করেছে। আত্মিকভাবে ‘সবর’ বলতে বোঝায় নিজেকে দুঃখ ও উদ্বেগ থেকে বিরত রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগ থেকে সংযত রাখা, দুর্দশা ও চাপের সময় কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ও কপাল চাপড়ানো থেকে বিরত থাকা।

ধৈর্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত

কতক আলিম ধৈর্যকে একটি উত্তম মানবিক গুণ অথবা নৈতিক মূল্যবোধ বলে অভিহিত করেছেন, যার সাহায্যে আমরা নিজেদের খারাপ কিছু থেকে বিরত রাখি। ধৈর্যবিনে মানুষ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনে সক্ষম নয়।

আবু উসমান বলেন, “(ধৈর্য হচ্ছে তা) যা ব্যক্তিকে অপছন্দনীয় বিষয়সমূহের আক্রমণে অভ্যস্ত করে তোলে।” আমরা ইবনু উসমান আল-মাক্বি رحمته বলেন, “ধৈর্য হচ্ছে আল্লাহর সাথে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা এবং তাঁর পক্ষ থেকে আগত বিপদ-আপদ নিশ্চুপভাবে শান্তমনে গ্রহণ করা।” আল-খাওয়াস رحمته বলেন, “ধৈর্য বলতে কুরআন-সুন্নাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরা বোঝায়।” আরেকজন আলিমের মতে : “কেবল আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়াই ধৈর্য।” আর আলি ইবনু আবী তালিব رحمته বলেন, “ধৈর্য হলো পশুর পিঠে আরোহণ করার মতো, যা থেকে তুমি ছিটকে পড়বে না।”

দুঃখ-দুর্দশার সময়গুলোতে ধৈর্যশীল থাকার অবস্থা ভালো, নাকি এমন অবস্থা ভালো যাতে ধৈর্যের কোনো প্রয়োজনই পড়ে না?

আবু মুহাম্মাদ আল-হাবিরি رضي الله عنه বলেন, “ধৈর্য হচ্ছে সুদিন ও দুর্দিনকে আলাদা করে না দেখা এবং সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা।” আমি (ইবনু কায়্যিম رحمته الله) বলি, এটা খুবই কঠিন, আর এমনটা করতে আমাদের নির্দেশও দেওয়া হয়নি। আল্লাহ আমাদের এভাবেই সৃষ্টি করেছেন যে, আমরা সুসময় ও দুঃসময়ের মধ্যকার পার্থক্যটা অনুভব করতে পারি। আর বড়জোর চাপের সময় উদ্ভিগ্ন হওয়া থেকে নিজেদের বিরত রাখতে পারি। ধৈর্যের মানে ভালো-মন্দ উভয় অবস্থায় একইরকম অনুভূতি নয়—এটা আমাদের আয়ত্তের বাইরে এবং তা মানবীয় প্রকৃতির মধ্যেও পড়ে না।

কঠিন অবস্থার চেয়ে স্বচ্ছন্দ অবস্থাই আমাদের জন্য ভালো। যেমনটা নবিজি ﷺ তাঁর একটি প্রসিদ্ধ দুআতে বলেছেন :

إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي

“আপনি যদি আমার প্রতি ক্ষুব্ধ না হন, তাহলে আমি আর কোনো কিছুর পরোয়া করি না। তবে আপনার দেওয়া সুস্থতা ও সুখ-শান্তি আমি চাই।”^[১২]

এটা সেই হাদীসের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, যেখানে বলা হয়েছে :

وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

“কাউকে ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপকতর কিছু দেওয়া হয়নি।”^[১৩]

কারণ এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের ধৈর্যশীলতার পরিচয় মেলে দুর্দশায় পতিত হওয়ার পর। কিন্তু সহজতাই শ্রেয়।^[১৪]

১২. হাদীসটি মশহুর বা প্রসিদ্ধ, তবে অন্যান্য মতনে *إن لم يكن بك غضب على* এর বদলে *إن لم تكن* রাখা হয়েছে। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানি رحمته الله সনদকে *ছইফ* বলেছেন। *ছইফুল জামি*, হাদীস : ১১৮২

১৩. আস-সহীহ, বুখারি : ১৪৬৯

১৪. ধৈর্যের নাও বেয়ে ঝড়ের মধ্যে নদী পাড়ি দেওয়ার চেয়ে উপকূলের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দময় অবস্থাই উত্তম। (অনুবাদক)